গদ্য

সাহিত্যের রূপ ও রীতি

হায়াৎ মামুদ

এই অধ্যায়ের বিগত বছরসমূহের বোর্ড প্রশ্নের বিশ্লেষণ:

বোর্ড	২০২৪					২০২৩					২০২২					২০২০					২০১৯					২০১৮					২০১৭				
	CQ				MCQ	CQ				MCQ	CQ				MCQ	CQ				MCQ	CQ				MCQ	CQ				MCQ	CQ				MCQ
	ক	খ	গ	ঘ		ক	খ	গ	ঘ		ক	খ	গ	ঘ		ক	খ	গ	ঘ		ক	খ	গ	ঘ		ক	খ	গ	ঘ		ক	খ	গ	ঘ	
ঢাকা					১	১	১	১	১	১					২										১	১	১	১	১	১					১
রাজশাহী					১	১	১	১	১	২					১					১					১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	
চট্টগ্রাম										১					২					১						১	১	১	১	১					
সিলেট					১					১					১										১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
বরিশাল					১	১	১	১	১	২					২					১						১	১	১	১	১					১
যশোর					১					১	১	১	১	১	১										১	১	১	১	১	১					১
কুমিল্লা					১					১					১					১					১	১	১	১	১	১					
দিনাজপুর					১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১					১					১	১	১	১	১	১					১
ময়মনসিংহ										১	১	১	১	১	১					১															

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সমাধান

বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

০১। সাহিত্যের কোন শাখা সর্বাধিক পঠিত? [রা.বো.'২৪]
(a) নাটক (b) উপন্যাস (c) কবিতা (d) ছোটগল্প

০২। বাংলা সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ শাখা কোনটি? [চ.বো.'২৪, সি.বো.'২৩]
(a) নাটক (b) উপন্যাস
(c) কবিতা (d) ছোটোগল্প

০৩। সাহিত্যের চিরন্তন উদ্দেশ্য কী? [সি.বো.'২৪]
(a) আত্মতৃপ্তি (b) চরিত্র চিত্রণ
(c) সৃজনশীলতা (d) সৌন্দর্য সৃষ্টি

০৪। মহাকাব্যের মূল লক্ষ্য কী? [দি.বো.'২৪, ব.বো.'২০, ঢা.বো.'১৭]
(a) গল্প বলা (b) যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা
(c) আয়তনের বিশালতার প্রকাশ
(d) অতিশয় দীর্ঘ কবিতা তৈরি

০৫। কোন ধরনের প্রবন্ধে বিষয়বস্তু প্রাধান্য পায়? [ঢা.বো.'২৩]
(a) তন্ময় (b) মন্ময় (c) রম্য (d) বিচিত্র

০৬। কাহিনির বিষয়বস্তু ও পরিণতির দিক থেকে বিচার করলে নাটক প্রধানত কত প্রকার? [রা.বো.'২৩]
(a) দুই (b) তিন (c) চার (d) পাঁচ

০৭। বিশ্বসাহিত্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কোনটি? [চ.বো.'২৩,য.বো.'২২,১৭,সি.বো.'১৯,১৭]
(a) কবিতা (b) নাটক (c) উপন্যাস (d) প্রবন্ধ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
লেখক কখনও কখনও তাঁর রচনায় কল্পনা ও বুদ্ধিকে শাণিত করে তোলেন। এমন রচনায় লেখক উপজীব্য হিসেবে তাঁর মন ও বস্তুজগতকে বেছে নেন। কল্পনাশক্তি দিয়ে চিন্তা ও বুদ্ধিকে সাহিত্য করে তোলেন।

০৮। উদ্দীপকের 'ভাবসত্য' নিচের কোনটিকে সমর্থন করে? [ব.বো.'২৩]
(a) উপন্যাস (b) ছোটোগল্প
(c) প্রবন্ধ (d) নাটক

০৯। উক্ত সাহিত্যরীতির বৈশিষ্ট্য- [ব.বো.'২৩]
(a) বুদ্ধি ও জ্ঞানপ্রধান
(b) কাহিনিপ্রধান
(c) চরিত্র ও অঙ্কপ্রধান
(d) জীবনের খণ্ডাংশের রূপায়ণ

উত্তরমালা

০১. b	০২. d	০৩. d	০৪. a	০৫. a	০৬. b	০৭. b	০৮. c	০৯. a

১০। ইংরেজি ভাষায় ছোটোগল্পের জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয় কাকে? [য.বো.'২৩]
(a) এইচ.জি.ওয়েলস্ (b) এড্গার্ অ্যালান পো
(c) উলিয়াম শেক্সপীয়ার (d) সমারসেট মম

১১। সাহিত্যের কোন শাখার সঙ্গে 'রঙ্গমঞ্চ' বিষয়টি জড়িত? [কু.বো.'২৩]
(a) কবিতা (b) উপন্যাস (c) নাটক (d) প্রবন্ধ

১২। প্রবন্ধের মুখ্য শ্রেণিবিভাগ কয়টি? [ম.বো.'২৩]
(a) দুটি (b) তিনটি (c) চারটি (d) পাঁচটি

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার একটি বিখ্যাত রচনায় ফটিক নামক এক দুরন্ত বালকের করুণ পরিণতির কথা সহজ-সরল ভাষায়, অল্পকথায়, নাটকীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন।

১৩। উদ্দীপকে উল্লিখিত রচনা সাহিত্যের কোন শাখার বৈশিষ্ট্য বহন করে? [ঢা.বো.'২২]
(a) উপন্যাস (b) ছোটোগল্প
(c) নাটক (d) প্রবন্ধ

১৪। উক্ত সাদৃশ্যের ভিত্তি হলো—
(i) ভাষার ব্যবহার (ii) সমাপ্তির কৌশল
(iii) চরিত্র-সন্নিবেশ
নিচের কোনটি সঠিক? [ঢা.বো.'২২]
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

১৫। 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের 'উপন্যাস' সম্পর্কে নিচের কোন মন্তব্যটি যথার্থ? [ব.বো.'২২]
(a) গদ্য ও নাতিদীর্ঘ আকারে লিখিত রচনা
(b) জীবনের খণ্ডাংশের রস-নিবিড় উপস্থাপন
(c) বিচিত্র চরিত্রের সমন্বয়ে গদ্যে লিখিত দীর্ঘ গল্প
(d) চিন্তাশ্রয়ী ও মননশীল যুক্তিনিষ্ঠ রচনা

১৬। "প্রেম প্রীতি আর ভালোবাসা ছোটো ছোটো কিছু ভীরু আশা কিছু হাসি কিছু চোখের পানি এই নিয়ে চিরদিন হয় কাহিনি"—উদ্দীপকের বক্তব্য 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে সাহিত্যের কোন শাখাকে নির্দেশ করে? [ব.বো.'২২]
(a) ছোটোগল্প (b) মহাকাব্য
(c) কবিতা (d) উপন্যাস

১৭। বাংলা ভাষার ছোটোগল্পের অনুপ্রেরণা এসেছে কোন সাহিত্য থেকে?
(a) পাশ্চাত্য সাহিত্য (b) নাট্য সাহিত্য [চ.বো.'২২]
(c) মধ্যযুগীয় সাহিত্য (d) গ্রিক সাহিত্য

১৮। বাঙালি পাঠক-সমাজকে লেখায় মন্ত্রমুগ্ধ করে জয় করেন— [চ.বো.'২২]
(a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (b) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(c) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (d) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯। ছন্দোবদ্ধ ভাষায়, অর্থাৎ পদ্যে, যা লিখিত হয় তাকে বলা হয়— [রা.বো.'২২, কু.বো.'২২]
(a) ট্র্যাজেডি (b) কমেডি (c) কবিতা (d) প্রবন্ধ

২০। 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে মহাকাব্য ও উপন্যাসের সাদৃশ্য কোথায়? [দি.বো.'২২]
(a) যুদ্ধের বর্ণনায় (b) দীর্ঘ ঘটনার সন্নিবেশে
(c) আঙ্গিক গঠনে (d) রচনাকালে

২১। চরিত্র বিচারে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' কোন শ্রেণির নাটক?
(a) সাংকেতিক (b) ঐতিহাসিক [ম.বো.'২২]
(c) সামাজিক (d) পৌরাণিক

২২। নাটক সচরাচর কয়টি অঙ্কে বিভক্ত থাকে? [সি.বো.'২২]
(a) ২ (b) ৩ (c) ৪ (d) ৫

২৩। উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য হলো প্লট। ঐ প্লট বা আখ্যান ভাগ তৈরি হয়ে ওঠে গল্প ও তার ভেতরে উপস্থিত বিভিন্ন চরিত্রের সমন্বয়ে। ফলে উপন্যাস মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কারণ উপন্যাস- [ম.বো.'২০]
(i) সহজ সরল প্রাঞ্জল
(ii) পাঠক নিজেকে খুঁজে পায়
(iii) সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

২৪। 'মঙ্গলকাব্য' কোন যুগের সাহিত্যের নিদর্শন? [ঢা.বো.'১৯]
(a) প্রাচীন (b) অন্ধকার
(c) মধ্য (d) আধুনিক

২৫। সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ কোনটি? [রা.বো.'১৯]
(a) সৃজনশীলতা (b) সৌন্দর্য সৃষ্টি
(c) আনন্দ দান (d) নান্দনিকতা

২৬। পাঠকের মনে 'অতৃপ্তি' কোন সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য?
(a) ছোটোগল্প (b) নাটক [য.বো.'১৯]
(c) মহাকাব্য (d) উপন্যাস
"অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে, শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

২৭। সাহিত্যের কোন রূপটি লেখকের নিজস্ব মত, পথ, যুক্তি, বুদ্ধিকে কেন্দ্র করে লিখিত হয়? [কু.বো., দি.বো.'১৯]
(a) উপন্যাস (b) কবিতায়
(c) প্রবন্ধ (d) ছোটোগল্প

উত্তরমালা

১০. b	১১. c	১২. a	১৩. b	১৪. d	১৫. c	১৬. a	১৭. a	১৮. c
১৯. c	২০. b	২১. c	২২. d	২৩. d	২৪. c	২৫. a	২৬. a	২৭. c

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্র্যাক্টিস প্রবলেম

২৮। বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার আদি নিদর্শন কোনটি?
(a) স্বগত সংলাপ (b) প্রতিভার খেলা
(c) বৈষ্ণব কবিতাবলি (d) গীতিনাট্য

২৯। গীতিকবিতার শ্রেণিবিভাজনগুলো হতে পারে-
(i) ভক্তিমূলক (ii) স্বদেশপ্রীতিমূলক
(iii) প্রেমমূলক
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

৩০। নাটকের মধ্যে কোনটি সর্বশ্রেষ্ঠ?
(a) কমেডি (b) প্রহসন
(c) ধাঁধা (d) ট্র্যাজেডি

৩১। নিচের কোনটি পৌরাণিক নাটক?
(a) জনা (b) কালাপাহাড়
(c) প্রফুল্ল (d) সবগুলো

৩২। বড় আকারের গল্পকে পূর্বে কী বলা হত?
(a) গল্প (b) উপন্যাসিকা
(c) প্রহসন (d) নাটিকা

৩৩। কোন শতকের পূর্বে বাংলায় কোনো উপন্যাস রচিত হয়নি?
(a) একুশ (b) বিশ
(c) উনিশ (d) তেইশ

৩৪। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের লেখক কে?
(a) শরৎচন্দ্র (b) বঙ্কিমচন্দ্র
(c) রমেশচন্দ্র (d) সমরেশ বসু

৩৫। এইচ.জি. ওয়েলস্ এর মতে ছোটোগল্পের সময়কাল কত হওয়া উচিত?
(a) ১ ঘন্টা-২ ঘন্টা (b) ১.৫ ঘন্টা-২ঘন্টা
(c) ১০-৫০ মিনিট (d) ৩০-৪০ মিনিট

৩৬। 'নীলদর্পন' নাটকটির রচয়িতা কে?
(a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (b) দিজেন্দ্রলাল রায়
(c) দীনবন্ধু মিত্র (d) কাজী নজরুল ইসলাম

৩৭। 'বেল্ লেৎর' কোন ভাষার শব্দ?
(a) ডাচ্ (b) আমেরিকান
(c) ইরানি (d) ফরাসি

৩৮। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বইটির সকল রচনাই কোন প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত?
(a) অন্বয় (b) তন্ময় (c) মন্ময় (d) মৃন্ময়

৩৯। 'বেল্ লেৎর' এর কোন অর্থটি বাংলায় হতে পারে?
(a) চারুকথন (b) অমৃতবাণী
(c) রম্যকথামালা (d) ব্যাঙ্গাত্মক

৪০। 'বন্দে মাতরম' শব্দের অর্থ কী?
(a) মাকে বন্দনা করি (b) বাবাকে বন্দনা করি
(c) নদীকে বন্দনা করি (d) সকলকে বন্দনা করি

উত্তরমালা

২৮. c	২৯. d	৩০. d	৩১. a	৩২. b	৩৩. c	৩৪. c
৩৫. c	৩৬. c	৩৭. d	৩৮. c	৩৯. a	৪০. a	

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নসমূহের সমাধান

০৩। **সমাধান: (d);** "সাহিত্যের যা চিরন্তন উদ্দেশ্য-সৌন্দর্যসৃষ্টি ও আনন্দদান, প্রবন্ধের সেই একই উদ্দেশ্য।"
০৪। **সমাধান: (a);** মহাকাব্য রচিত হয় যুদ্ধবিগ্রহের কোনো কাহিনি অবলম্বন করে। তবে মহাকাব্যের মূল লক্ষ্য গল্প বল।
১২। **সমাধান: (a);** প্রবন্ধের মুখ্য বিষয় দুইটি তন্ময় ও মন্ময়।
১৬। **সমাধান: (a);** উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্যগুলো রবীন্দ্রনাথের বলা ছোটোগল্প সম্পর্কিত কবিতার মূলভাবের অনুরূপ। তাই, নির্দেশিত শাখাটি ছোটোগল্প।
২১। **সমাধান: (c);** মাইকেলের লেখনীতে ট্র্যাজেডি, কমেডি ও প্রহসন বাংলা ভাষায় সৃষ্টি হয় এবং দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাব সামাজিক নাটক 'নীলদর্পণ' দিয়ে।
২২। **সমাধান: (d);** নাটক সচরাচর ৫টি অঙ্কে বিভক্ত থাকে। যথা—প্রারম্ভ, প্রবাহ, উৎকর্ষ, গ্রন্থিমোচন, উপসংহার।
২৪। **সমাধান: (c);** বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য রচিত হয় যা ছিল মূলত ছন্দে রচিত এবং এতে গল্প বা কাহিনি প্রকাশ হয়।
২৫। **সমাধান: (a);** লেখকের সৃজনীশক্তির কোনো পরিচয় যদি পরিস্ফুটিত না হয়, তো তেমন কোনো লেখাকে সাহিত্যের লক্ষণযুক্ত বলা যাবে না।
২৬। **সমাধান: (a);** ছোটোগল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি,-
২৭। **সমাধান: (c);** প্রবন্ধ রচনায় লেখকের পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয়ই মুখ্য হয়ে দেখা দেয়।

জ্ঞানমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

০১। ‘সাহিত্য সন্দর্শন’ গ্রন্থের রচয়িতা কে? [ঢা.বো.’২৩]

উত্তর: ‘সাহিত্য সন্দর্শন’ গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীশচন্দ্র দাস।

০২। বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার আদি নিদর্শন কী? [রা.বো.’২৩]

উত্তর: বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার আদি নিদর্শন বৈষ্ণব কবিতাবলি।

০৩। নাটকের লক্ষ্য কী? [ম.বো.’২২]

উত্তর: নাটকের লক্ষ্য পাঠক নয়, নাটকের লক্ষ্য সর্বকালেই দর্শকসমাজ।

০৪। মহাকাব্য কোন কাহিনি অবলম্বনে রচিত হয়? [সকাল.বো.’১৮]

উত্তর: মহাকাব্য যুদ্ধবিগ্রহের কোনো কাহিনি অবলম্বনে রচিত হয়।

০৫। বিশ্বসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রূপ কোনটি? [সি.বো.’১৭]

উত্তর: বিশ্বসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রূপ নাটক।

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ CQ প্র্যাক্‌টিস প্রবলেম

০৬। সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ কোনটি?

উত্তর: সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ সৃজনশীলতা।

০৭। বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক কালজয়ী ঔপন্যাসিক কে?

উত্তর: বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ও কালজয়ী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অনুধাবনমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

০১। “নাটকের লক্ষ্য সর্বকালেই দর্শক সমাজ”—কথাটি কেন বলা হয়েছে? বুঝিয়ে লেখ। [দি, বে.’ ২৩; রা.বো.’২৩]

উত্তর: নাটকের লক্ষ্য সর্বকালেই দর্শক সমাজ কারণ নাটক সরাসরি সমাজকে ও পাঠকগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করতে চায় এবং সক্ষমও হয়।

নাটক মূলত অভিনয়ের জন্যই রচিত হয়। আর চোখের সামনে অভিনীত হয় বলে নাটক মানুষের কল্পনাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করতে সক্ষম। এজন্য নাটক সাহিত্যের যেকোনো শাখার তুলনায় সমাজকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে। আর তাই নাটকের লক্ষ্য দর্শকসমাজ।

০২। ট্র্যাজেডি বলতে কী বোঝায়? [য.বো.’২২,দি.বো.’২০]

উত্তর: কাহিনির বিষয়বস্তু ও পরিণতির দিক বিচারে নাটকের একটি ভাগ হলো ট্র্যাজেডি। তিন প্রকার নাটকের মধ্যে ট্র্যাজেডিকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য করা হয়।

গ্রিক দার্শনিক ও সাহিত্যবেত্তা এরিস্টোটলের মতে, “রঙ্গমঞ্চে নায়ক বা নায়িকার জীবনকাহিনির দৃশ্যপরম্পরা উপস্থাপনের মাধ্যমে যে নাটক দর্শকের হৃদয়ের ভয় ও করুণা প্রশমিত করে তার মনে করুণ রসের আনন্দ সৃষ্টি করে, তাই হলো ট্র্যাজেডি।”

০৩। নাটককে দৃশ্যকাব্য বলা হয় কেন? [সকাল.বো.’১৮]

উত্তর: নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের কাছে উপস্থাপিত হয় বলে নাটককে দৃশ্যকাব্য বলা হয় ।

নাটকের লক্ষ্য পাঠক নয়, দর্শক। সংলাপ প্রধান এই সাহিত্য দর্শক সমাজে উপস্থাপনের মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে ওঠে। দর্শকদের মাঝে ভিন্ন রকম একটা ভালোলাগার জন্ম হয়। তারা বিষয়ের গভীরে প্রবেশের সুযোগ পায়। কেননা নাটকই সাহিত্যের একমাত্র অঙ্গ যা সরাসরি পাঠক ও দর্শকসমাজকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। সর্বোপরি অভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শন করানো সম্ভব না হলে নাটক রচনার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ CQ প্র্যাক্টিস প্রবলেম

০৪। নাটককে দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য বলা হয় কেন?

উত্তর: দর্শন ও শ্রবণের মাধ্যমে নাটকের মূল বার্তা দর্শক গ্রহণ করেন বলে নাটককে দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য বলা হয়।

প্রাচীনকালের নাটকগুলো লেখা হতো কাব্যের মাধ্যমে। কাব্যভঙ্গিমায় নাটকের দৃশ্যায়ন হতো দর্শকসমাজের সামনে। প্রধানত দৃশ্যকাব্য ও গৌণত শ্রব্যকাব্য এই দুইয়ের সম্মিলনেই নাট্যকাব্য বাস্তব হয়ে ওঠে। তাই নাটককে দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য বলা হয়।

০৫। ব্যাখ্যা কর: "শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

উত্তর: ছোটোগল্পের শুরু ও শেষ যদি নাটকীয়ভাবে ঘটে, তবে তা পাঠকের মনে একধরনের অতৃপ্তির বেদনা তৈরি করতে পারে, যেমনটি উল্লিখিত পঙ্ক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বর্ষাযাপন' কবিতায় ছোটোগল্পের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, ছোটোগল্প মানব জীবনের একটি ছোট্ট অংশকে কেন্দ্র করে শুরু হবে এবং নাটকীয়ভাবে শেষ হবে। তবে গল্পটি যদি পাঠকের মনে অতৃপ্তির একটি অনুভূতি জাগাতে পারে, তবেই সেটি একটি সফল ছোটোগল্প হয়ে উঠবে।

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

০১। লিজা ও নেহা দুই বান্ধবীই সাহিত্যপ্রেমী, তবে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। লিজা ধৈর্য ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা বই পড়তে আগ্রহী নয়। অল্প সময়ের মধ্যে পড়ে শেষ করা যায় এমন ছোটো ছোটো বিশেষ ঘটনাই লিজাকে আনন্দ দেয়। অপরদিকে নেহার পছন্দ সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন শাখাটি। সমাজকে সরাসরি প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় বলে সাহিত্যের এই শাখাটি নেহার এত ভালো লাগে। [ঢা.বো.'২৩]

(গ) উদ্দীপকের লিজাকে সাহিত্যের যে শাখাটি আনন্দ দেয় সেটি "সাহিত্যের রূপ ও রীতি" প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) সাহিত্যের প্রাচীন শাখাটিকে নেহার ভালো লাগার কারণটি কতখানি যৌক্তিক বলে তুমি মনে কর? "সাহিত্যের রূপ ও রীতি" প্রবন্ধের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

০২। নীলা ও তনিমা একই শ্রেণিতে পড়ে। দু'জনের ইচ্ছা শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করবে। নীলা শ্রমজীবী মানুষের জীবনের বিভিন্ন অংশের স্মৃতিকে শব্দের ভিতর সাজিয়ে স্বপ্নময় করে ধ্বনির ঝঙ্কারে ব্যক্ত করে। তনিমা কল্পনা শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে তাদের জীবনধারা ব্যাখ্যা করে। [ব.বো.'২৩]

(গ) উদ্দীপকের নীলার শ্রমজীবী মানুষের জীবনগাথা ব্যক্ত করার মাধ্যমে "সাহিত্যের রূপ ও রীতি" প্রবন্ধের কোন শাখাকে নির্দেশ করে? ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে প্রতিফলিত তনিমার সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যম "সাহিত্যের রূপ ও রীতি" প্রবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।" উক্তিটির সঙ্গে তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ করো। ৪

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ CQ প্র্যাক্টিস প্রবলেম

০৩। উদ্দীপক-১: বাংলা শিক্ষক ইলিয়াস সাহেব নবম শ্রেণিতে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধটি পড়াতে গিয়ে সাহিত্যের একটি নতুন শাখা নিয়ে কথা বলছিলেন। এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি বলছিলেন, এর পরিধি খুবই সীমিত। পাত্র-পাত্রীও থাকে স্বল্প সংখ্যক। যার শুরু হয় হঠাৎ করে আবার শেষও হয় হঠাৎ করে।

উদ্দীপক-২: সাহিত্যের একটি শাখা পাঠক সমাজে খুবই জনপ্রিয়, যার পরিসর যেমন বিস্তৃত তেমনি পাত্র-পাত্রীর সংখ্যাও অধিক। রচয়িতার দর্শন ও ঘটনার আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এর কাহিনি পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। এর প্রধান উপজীব্য হচ্ছে প্লট বা আখ্যানভাগ। এটি পাঠককে ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

(গ) উদ্দীপক-১ এ সাহিত্যের যে শাখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপক-১ এর সাথে উদ্দীপক-২-এর বৈশিষ্ট্যগত ব্যবধান দৃশ্যমান"।—'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে যেভাবে আলোচিত হয়েছে তা তোমার মতের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

০৪। **আমাদের বিদ্যালয়ে সার্ধ শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এবার একটি বিশেষ ম্যাগাজিন প্রকাশ হতে যাচ্ছে। প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিকট লেখা আহ্বান করেছেন। হাবিব বিদ্যালয়ের ১৫০ বছরের ঐতিহ্য, সাফল্য ইত্যাদির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে তথ্যবহুল একটি মননশীল লেখা জমা দিয়েছে। আর মুস্তাফিজ জমা দিয়েছে তার মুক্তিযোদ্ধা দাদার জীবনের খণ্ড গল্প নিয়ে একটি ব্যঞ্জনাময় সরস লেখা। সম্পাদক হিসেবে লেখাটি পড়ে আমার হৃদয়ে অতৃপ্তির সৃষ্টি হয়েছে।**

(গ) উদ্দীপকের হাবিবের লেখাটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের সাহিত্যের কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে উদ্দীপকের মুস্তাফিজের লেখাটির বৈশিষ্ট্যগুলো নিরূপণ কর। ৪

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান

বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ CQ প্রশ্নসমূহের সমাধান

০১। **গ.** উদ্দীপকের লিজাকে সাহিত্যের যে শাখাটি আনন্দ দেয় তা হলো ছোটোগল্প।

'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে ছোটোগল্পকে সুন্দর করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি সাহিত্যের নবীনতম শাখা। ছোটোগল্প আকারে উপন্যাসের মতো বড়ো হবে না। এখানে কাহিনির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলে দেয় না, কেবল একটি খণ্ডাংশ উপস্থাপন করে। জীবনের এই খণ্ডাংশকে রস-নিবিড় করে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই লেখকের সার্থকতা। এর আকার কতটুকু হবে তা নিয়ে মত পার্থক্য আছে। ছোটোগল্পের জনক এডগার অ্যালান পো এর মতে আধা ঘণ্টা থেকে দু-এক ঘণ্টার মধ্যে ছোটোগল্প পাঠ শেষ হতে হবে। এইচ. জি. ওয়েল্‌সের মতে ছোটো গল্প শেষ হতে হবে ১০ থেকে ৫০ মিনিটের মধ্যে। ছোটোগল্প বহুপ্রকারের হতে পারে। 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি'তে পনেরো রকমের ছোটোগল্প দেখানো হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনবদ্য অবদান রেখেছেন। উদ্দীপকের লিজা ধৈর্য ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা বই পড়তে আগ্রহী নয়। অল্প সময়ের মধ্যে পড়ে শেষ করা যায় এমন ছোটো ছোটো বিশেষ ঘটনাই লিজাকে আনন্দ দেয়। ছোটোগল্পের পরিধি ক্ষুদ্র। তাই এখানে ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপস্থাপন করা হয় না। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, লিজাকে সাহিত্যের যে শাখাটি আনন্দ দেয় তা হলো ছোটোগল্প।

ঘ. সাহিত্যের যে শাখাটিকে নেহা পছন্দ করে তা হলো নাটক।

নেহা নাটক পছন্দ করে কারণ সে মনে করে এটি সরাসরি সমাজকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। নেহার দৃষ্টিভঙ্গিটি ঠিক এবং যৌক্তিক। 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে হায়াৎ মামুদ নাটকের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। এটি সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন শাখা। সুদূর গ্রিস ও ভারতে প্রাচীনকাল থেকেই নাটকের চর্চা হতো। সংস্কৃত আলঙ্কারিকবৃন্দ নাটক বা নাট্যসাহিত্যকে কাব্য সাহিত্যের মধ্যে গণ্য করেছেন। তাঁদের মতে নাটক হলো দৃশ্যকাব্য। নাটককে প্রধানত ট্রাজেডি, কমেডি ও প্রহসন এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। নাটক সাহিত্যের এমন একটি শাখা যা মূলত পঠিত হয় না বরং অভিনীত হয়। এটি অভিনীত হয়, তাই নাটকই সাহিত্যের একমাত্র শাখা যা সরাসরি সমাজ ও পাঠক সমাজকে প্রভাবিত করতে চায় এবং সক্ষম হয়। এজন্য নাটকের লক্ষ্য পাঠক নয় বরং দর্শক সমাজ। 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের মতে নাটকের সমাজকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা সাহিত্যের অন্য যে কোনো শাখার তুলনায় বেশি, তাই প্রবন্ধের আলোকে নেহার দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থ।

০২। **গ.** উদ্দীপকের নীলার শ্রমজীবী মানুষের জীবনগাথা ব্যক্ত করার মাধ্যমে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের কবিতা শাখাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকের নীলা শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করে। শ্রমজীবী মানুষের বিভিন্ন অংশের স্মৃতিকে শব্দের ভেতর সাজিয়ে স্বপ্নময় করে ধ্বনির ঝঙ্কারে ব্যক্ত করে। 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে এরূপ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে কবিতার মধ্যে তবে নীলার কবিতাটি হলো গীতি কবিতা । কারণ নীলার কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে সে নিজের ভাষায় ব্যক্ত করে। এখানে তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন ঘটেছে। গীতিকবিতা কবির অনুভূতির প্রকাশ হওয়ায় সাধারণত দীর্ঘকায় হয় না। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে দীর্ঘ হতেও পারে যদি কবির মনের পূর্ণ অভিব্যক্তি সেখানে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের নীলার শ্রমজীবী মানুষের জীবনগাথা ব্যক্ত করার ধরন ও গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, নীলার শ্রমজীবী মানুষের জীবনগাথা ব্যক্ত করার মাধ্যমটি কবিতা।

ঘ. তনিমার রচিত সাহিত্যের শাখাটি হলো প্রবন্ধ যা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

উদ্দীপকের তনিমা কল্পনা শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে তথ্য ও যুক্তির মাধ্যমে তার সাহিত্য সৃষ্টি করে। সাহিত্যের রূপ ও রীতি প্রবন্ধে আমরা দেখতে পাই যে, কল্পনা শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে লেখক কোনো বিয়ষবস্তু সম্পর্কে তথ্যবহুল সাহিত্য রচনা করলে তাকে বলে প্রবন্ধ। এটা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। প্রবন্ধ সাহিত্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা। এর উদ্দেশ্য হলো সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটানো। প্রবন্ধ সাহিত্য পাঠকের জ্ঞান বৃদ্ধি করে, তেমনি করতে সহায়তা করে । এসব রচনা জ্ঞান চর্চাও বৃদ্ধি করে। বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পথ সুগম করে। তাই এটি সাহিত্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

তনিমা শ্রমজীবীদের নিয়ে প্রবন্ধ লিখে যেমন শ্রমজীবীদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিচ্ছে, তেমনি সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠকের সাহিত্য রস নিবিড় করছেন।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রবন্ধসাহিত্য আয়তনে বিশাল এবং গুণগত মানে অতি উত্তম। উদ্দীপকের তনিমার ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়া ও 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে বলা যায়, প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ CQ প্র্যাক্টিস প্রবলেম সমাধান

০৩। গ. উদ্দীপক-১ এ সাহিত্যের 'ছোটোগল্প' শাখাটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের শাখাগুলোর মধ্যে ছোটোগল্প সর্বকনিষ্ঠ। উপন্যাসের মতো ছোটোগল্পেও কাহিনির বর্ণনা থাকে, তবে সে বর্ণনা কাহিনির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নয় বরং কোনো এক খণ্ডাংশকে ধারণ করে। ছোটোগল্পের জনক, মার্কিন লেখক এডগার অ্যালান পো মনে করতেন, আধ ঘণ্টা থেকে দু-এক ঘণ্টার মধ্যে পড়ে ওঠা যায় এমন কাহিনিই ছোটোগল্প। অন্যদিকে, ইংরেজ লেখক এইচ. জি. ওয়েল্স্ এর মতে, ছোটোগল্পের আয়তন এমন হওয়া সঙ্গত যেন ১০ থেকে ৫০ মিনিটের ভিতরে পড়া শেষ হয়।

উদ্দীপক-১ এর বাংলা শিক্ষক ইলিয়াস সাহেবের বর্ণনামতে, তাঁর আলোচিত সাহিত্যের শাখাটি তুলনামূলক নতুন, সীমিত পরিধি ও চরিত্র সংবলিত। এর সূচনা ও সমাপ্তিও ঘটে হঠাৎ করে। এসকল বৈশিষ্ট্যই মিলে যায় 'ছোটোগল্প' এর বৈশিষ্ট্যের সাথে। তাই বলা যায়, উদ্দীপক-১ এ নির্দেশকৃত সাহিত্যের ধারাটি হলো 'ছোটোগল্প'।

ঘ. উদ্দীপক-১ এ বর্ণিত সাহিত্যরীতিটি হলো। ছোটোগল্প। অন্যদিকে, উদ্দীপক-২ এ বর্ণিত সাহিত্যরীতিটি উপন্যাস। গঠনগত দিক থেকে দুটিই কাহিনি নির্ভর হলেও এদের মধ্যকার বৈশিষ্ট্যগত ব্যবধান অত্যন্ত প্রকট ও স্পষ্ট।

'উপন্যাস' পাঠকসমাজে সর্বাধিক পঠিত ও জনপ্রিয়। উপন্যাসে কোনো একটি কাহিনি বর্ণিত হয়ে থাকে, যা গদ্যে লিখিত হয়। অন্যদিকে, 'ছোটোগল্প' বাংলা সাহিত্যের কনিষ্ঠতম সংযোজন। কোনো একটি কাহিনির খণ্ডাংশের ওপর ভিত্তি করে ছোটো আঙ্গিকে এ সাহিত্য রচিত হয়।

কাহিনির ওপর ভিত্তি করে রচিত হলেও উপন্যাস ও ছোটোগল্পের মধ্যে রয়েছে বেশকিছু বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য। উপন্যাসে কোন একটি কাহিনির আদ্যোপান্ত বর্ণিত হয় অধিক সংখ্যাক চরিত্রের উপস্থিতিতে। কাহিনি-সূচনার পর ধীরে ধীরে গল্পটি এগিয়ে যায় চূড়ান্ত পরিণতির দিকে। তাই, উপন্যাসের পরিধি হয় অত্যন্ত বিস্তৃত ও সময় সাপেক্ষ। কিন্তু ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে এমনটা দেখা যায়না। এখানে কাহিনি কিংবা চরিত্রের ঘনঘটা নেই, বরং কোনো একটি কাহিনির ভেতর থেকে বেছে নেওয়া কোন ঘটনার বর্ণনা থাকে ছোটোগল্পে। ছোটোগল্পের পরিধি হয় ক্ষুদ্র, ফলে কাহিনির পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থাপন এখানে সম্ভব নয়। ছোটোগল্পের জনক এডগার অ্যালান পো এর মতে আধঘণ্টা থেকে দু-এক ঘণ্টা ও ইংরেজ লেখক এইচ জি ওয়েল্স্ এর মতে, ১০ থেকে ৫০ মিনিটের মধ্যেই ছোটোগল্প পড়ো শেষ করা সম্ভব।

অর্থাৎ, ছোটোগল্প ও উপন্যাসের মধ্যকার একমাত্র সাদৃশ্য তাদের গঠনগত গল্প-নির্ভরতা। অপরদিকে, ঘটনার পরিধি, চরিত্র সংখ্যা, কাহিনির পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থাপন, কাঠামোবদ্ধ সূচনা ও সমাপ্তি এবং পাঠ করার জন্য প্রয়োজনীয় সময়-প্রতিটি দিকেই ছোটোগল্প ও উপন্যাসের বৈসাদৃশ্য প্রকট ও স্বকীয়;'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে উপর্যুক্ত আলোচনা তারই নির্দেশক।

০৪। গ. উদ্দীপকের হাবিবের লেখাটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে বর্ণিত সাহিত্যের 'প্রবন্ধ' শাখার অন্তর্গত।

গদ্যে লিখিত এমন রচনা, যার উদ্দেশ্য পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করা- একেই বলা হয় প্রবন্ধ। সাহিত্যের যা চিরন্তন উদ্দেশ্য-সৌন্দর্যসৃষ্টি ও আনন্দদান প্রবন্ধেরও সেই একই উদ্দেশ্য। সাধারণত কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে লেখক কোন বিষয় সম্পর্কে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্য-রূপ সৃষ্টি করেন, তাকেই প্রবন্ধ নামে অভিহিত করা হয়। প্রবন্ধের দুটি শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। বিষয়বস্তুর প্রাধান্য স্বীকার করে তথ্যবহুল ও বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধকে বলা হয় তন্ময় প্রবন্ধ। অন্যদিকে, যে প্রবন্ধে লেখকের মেধাশক্তি অপেক্ষা ব্যক্তিহৃদয় প্রধান হয়ে ওঠে, তাকে বলা মন্ময় প্রবন্ধ।

উদ্দীপকে হাবিব বিদ্যালয়ের নানান ঐতিহ্য ও সাফল্যের তথ্যসমৃদ্ধ একটি বস্তুনিষ্ঠ রচনা লেখে, যা 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে বর্ণিত 'তন্ময় প্রবন্ধ' সাহিত্যধারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে উদ্দীপকের মুস্তাফিজের লেখাটি 'ছোটোগল্প' সাহিত্যধারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ছোটোগল্প বাংলা সাহিত্যের কনিষ্ঠতম সংযোজন। ছোটোগল্প উপন্যাসের মতোই কাহিনি নির্ভর হলেও, এতে কাহিনির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা বা অধিক চরিত্রের বিচরণ অনুপস্থিত। কোনো একটি কাহিনির খণ্ডাংশকে কেন্দ্র করে ছোটোগল্প অবর্তিত হয়।

ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে হলে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা জরুরি। এর মধ্যে রয়েছে ঘটনার ব্যাপ্তি, পঠনের সময়কাল, এবং পাঠকের মনে সৃষ্টি হওয়া আবেশ। ছোটোগল্পের কোন কাঠামোবদ্ধসূচনা বা সমাপ্তি নেই; এর পরিধি বা ব্যাপ্তি ও সংক্ষিপ্ত। ছোটোগল্পের জনক, মার্কিন লেখক এডগার অ্যালান পো, এর মতে ছোটোগল্পের সময়কাল হওয়া উচিত আধঘণ্টা থেকে দু-এক ঘণ্টা। অন্যদিকে, ইংরেজ লেখক এইচ. জি. ওয়েল্স্ এর মতে ১০-৫০ মিনিট হলো একটি ছোটোগল্পের আদর্শ পঠনকাল। তবে, সঠিক দিক বিবেচনায়, ছোটোগল্পের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিয়েছেন বাংলা ছোটোগল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাঁর মতে,

ছোটো প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দুচারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

উদ্দীপকের মুস্তাফিজের লেখার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার লেখাটিতে একটি ঘটনার খণ্ডগল্প স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি, তার লেখাটিতে সরস ব্যঞ্জনার উপস্থিতি বিদ্যমান। লেখাটির কাঠামোবদ্ধ সমাপ্তি নেই; লেখাটির পঠন পাঠকের মনে অতৃপ্তি সৃষ্টি করেছে। এ সবকিছুই ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য।

> সহজ ও দ্রুত সুখের জন্য না ছুটে প্রকৃত সফলতার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও।
>
> -এ. পি. জে. আব্দুল কালাম